santra

new CBCS SYLLABUS

HONS. COURSE

পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস

সংক্ষিপ্ত রূপরেখা

UG-CBCS Syllabus of
CU, BU, WBSU, KU,
KNU, SKBU, VU, Sanskrit
College & University,
CBPBU

B.A.
Semester
I

অভীক কুমার ব্যানার্জী

ট। এরপর ইন্দ্রিয় থেকে সরে এসে ভিতর দিকে অগ্রসর হয় এবং নিজের
য় আত্মার শ্রেষ্ঠত্ব অনুভব করে। মানুষ এই দুটি বিষয়কেই দেখে। উভয়কেই
মানুষের মধ্যে দুটিই পরিবর্তনশীল। দেহ এবং আত্মা উভয়কেই পরিবর্তনশীল
বর্তনীয় কী আছে তার সন্ধানে এবং এভাবে স্রষ্টা ঈশ্বরের জ্ঞানে উপনীত
রছেন তার সাহায্যে।

নন্তকাল ধরে ঈশ্বর জানতেন সেই সকল জিনিসকে যা তাঁকে তৈরি করতে
ন বলে জানতেন এমন নয়। ঈশ্বর পূর্বেই সৃষ্টির সব জিনিসকে জানতেন
ফলে তৈরি হয়েছে। সৃষ্ট প্রজাতিগুলির ধারণা বা ভাবনা ঈশ্বরের কাছেই
তেমন করে তৈরি করেছেন যেমনভাবে সেগুলি আছে। ঈশ্বর এমন কোনো
তাঁর ছিল না। অগাস্টাইনের মতে, ঈশ্বর হলেন তার নিজের পূর্ণতা, তিনি
জ্ঞা এবং জ্ঞান, তাঁর শুভত্ব এবং শক্তি হল তাঁর সারধর্ম (essence), যেখানে
নই।

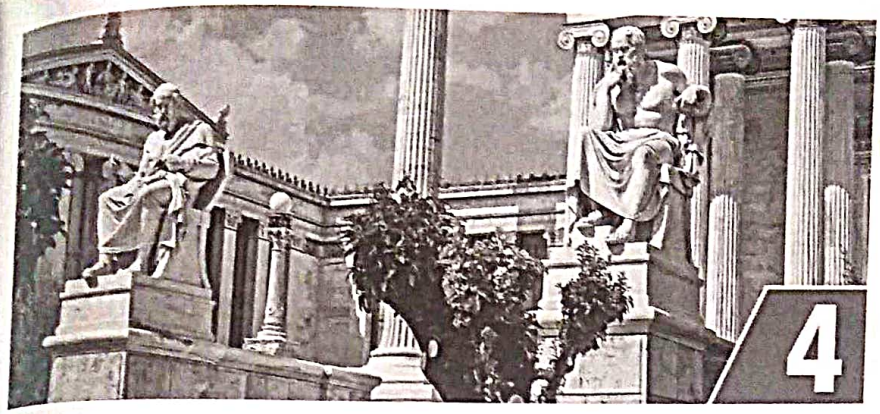

4

আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শন ঃ রনে দেকার্ত

Modern Western Philosophy : Rene Descartes

আধুনিক দর্শনের ইতিহাসকে উপস্থিত করতে গিয়ে কপোলস্টোন মনে করিয়ে দিয়েছেন—There are change and novelty, but change is not creation out of nothing (Vol 4, P-15)। বাস্তবিকপক্ষে প্রাক্-সক্রেটীয় গ্রিক দর্শন, প্লেটো এবং অ্যারিস্টট্‌লের বহু বিচিত্র ভাব ও বিষয়, মধ্যযুগের ধর্মকেন্দ্রিক সাবধানি দর্শনের দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে নতুন সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পট-পরিবর্তন ও রেনেসাঁসের বিজ্ঞান ও মানবতার হাত ধরে নতুন দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠেছিল।

সাধারণভাবে বলা হয় যে, ফরাসি দার্শনিক দেকার্ত (1596-1650), অথবা ইংরেজ দার্শনিক ফ্রান্সিস বেকন (1561-1626), এদের কাল থেকে আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনের সূচনা হয়েছে। 'আধুনিক' শব্দটি প্রয়োগ ইঙ্গিত করে যে, সপ্তদশ শতকে দার্শনিক চিন্তাভাবনা এমন একটি নতুন দিকে মোড় নিয়েছিল যা তার পূর্ববর্তী যুগে অনুপস্থিত ছিল। বেকন, দেকার্ত প্রমুখ দার্শনিকরা এ বিষয়ে সচেতন ছিলেন যে, তারা দার্শনিক আলোচনার বিষয়, ভঙ্গিমা এবং পদ্ধতির দিক থেকে নতুন পদক্ষেপ নিয়েছেন। ইউরোপে মধ্যযুগের অবসানে এবং রেনেসাঁসের আগমনে যে নতুন যুগের সূচনা হয়েছিল সেখানে চার্চের বেড়াজাল মুক্ত হয়ে এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধকে প্রাধান্য দিয়ে এক নব চেতনার উন্মেষ হয়েছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর সামাজিক এবং রাজনৈতিক কাঠামো, বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের গঠন এবং সেই সঙ্গে বৃহৎ রাজতন্ত্রের আবির্ভাবের বীজ পূর্ববর্তী সমাজের গর্ভে নিহিত ছিল। একই সঙ্গে সমাজে মধ্যবিত্ত শ্রেণির আবির্ভাব ঘটেছিল, যারা নতুন যুগের ভাবনাচিন্তার নেতৃত্ব দিয়েছিল। আমরা মধ্যযুগের দর্শনের ইতিহাসের সঙ্গে তুলনা করে আধুনিক যুগের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য লক্ষ করব।

(a) উভয় দর্শনের মধ্যে ভাষাগত প্রকাশের আকারটি ভিন্ন হয়েছিল। মধ্যযুগে লাতিন ভাষাই ছিল দর্শনচর্চার একমাত্র মাধ্যম। কিন্তু আধুনিক যুগে মাতৃভাষায় দর্শনচর্চা প্রাধান্য পায়। যদিও বেকন এবং দেকার্ত লাতিন ভাষাতেও গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। স্পিনোজার প্রথম গ্রন্থ লাতিন ভাষায় লেখা। লক্, ভলটেয়ার, কান্ট নিজ নিজ মাতৃভাষায় লিখেছেন। এর ফলে দর্শনচর্চা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডি পেরিয়ে সাধারণের কাছে এসেছিল।

(b) মধ্যযুগের বেশিরভাগ দার্শনিকই প্রচলিত দার্শনিক গ্রন্থগুলির (বিশেষ করে প্লেটো এবং অ্যারিস্টট্‌লের) এবং বাইবেলের তথা ধর্মগ্রন্থের ওপর ভাষ্য রচনা করেছেন। থমাস অ্যাকুইনাস অবশ্য এর ব্যতিক্রম। কিন্তু বেকন, দেকার্ত থেকে শুরু করে আধুনিক দার্শনিকরা মৌলিক দার্শনিক গ্রন্থ রচনা করেছেন।[1]

---

1. "Philosophy is no longer willing to be the handmaid of theology, but must set up a house of her own." Richard Falckenberg, History of Modern Philosophy, P-11.

(c) মধ্যযুগের দার্শনিকরা মূলত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের (schools) মধ্যে আবদ্ধ ছিলেন এবং দর্শনীয় ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত থেকে দর্শন রচনা করেছিলেন। আধুনিক যুগে ওই ব্যবস্থায় ছেদ পড়ল। বেকন, দেকার্ত, স্পিনোজা, লাইবনিজ্, বার্কলে, হিউম কেউই বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না—...."a sympton of the emergence of philosophy from the confines of the schools" (Copleston, Vol 4, P-17)।

(d) অ্যান্টনি কেনি[1] (Anthony Kenny) মনে করেন যে, আধুনিক দার্শনিকদের মধ্যে নানা বিষয়ে মতভেদ থাকলেও দেকার্ত এবং কান্টের মধ্যবর্তী দার্শনিকদের কর্মসূচি (agenda) এবং আলোচনা পদ্ধতি মোটামুটি একই ধরনের ছিল।

(e) আধুনিক দর্শন সব সময়েই এক বিদ্রোহী চরিত্র প্রদর্শন করে। চার্চের আত্মিক ও দৈহিক শাসন, অ্যারিস্টটলের দর্শনের অপ্রতিহত প্রভাব, টলেমির জ্যোতির্বিজ্ঞানের সঙ্গে বিরুদ্ধ সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছিল আধুনিক ভাবনা। ঐতিহাসিক Erdmann বলেছিলেন—"Modern Philosophy is Protestantism in the sphere of the thinking Spirit."[2]। বেকন বলেছিলেন—জ্ঞানই হল শক্তি। দেকার্ত বলেছিলেন—কোনো কিছুকে সত্য বলে গ্রহণ করব না, যেটিকে আমি সত্য বলে জানি না। অ্যারিস্টটলের অবরোহী যুক্তির আকর Organon-এর প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়ায় বেকনের আরোহ যুক্তির আকর গ্রন্থ 'Novum Organon'।

(f) মধ্যযুগে ধর্মতত্ত্ব (Theology) বিবেচিত হয়েছিল শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান হিসেবে। কিন্তু আধুনিক যুগে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানগুলি সকল আলোচনা কেন্দ্রে আসতে চেয়েছে। দর্শন ধর্মমুক্ত হয়েছিল বটে কিন্তু বিজ্ঞানের সঙ্গে তার মধুর সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি।[3]

(g) প্রাচীন গ্রিক দার্শনিকদের কাছে প্রকৃতি, তথা জগৎ গঠনের উপাদানগুলি প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল। মধ্যযুগে দর্শন মিশে গিয়েছিল ধর্মতত্ত্বের সঙ্গে এবং দার্শনিক আলোচনা করেছেন অতীন্দ্রিয় সত্তা ও অতীন্দ্রিয় সম্পর্কে। আধুনিকযুগের অন্যতম লক্ষণ হল ব্যক্তির আত্মসচেতনতা—'আমি আছি' এটিই জ্ঞানতাত্ত্বিকভাবে প্রথম ও প্রধান সত্য, আর অন্য সব কিছু ওই মৌলিক বাক্য থেকে নিঃসৃত হবে।

4.1 আধুনিক বুদ্ধিবাদী ধারার তিন প্রবক্তা [Three Thinkers of Modern Rationalist Tradition]

আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনের বুদ্ধিবাদী ধারার আলোচনা প্রসঙ্গে সাধারণত দেকার্ত, স্পিনোজা এবং লাইবনিজের নাম করা হয়। ব্যাপক অর্থে বুদ্ধিবাদী দার্শনিক বলতে তাঁকে বোঝায় যিনি নিজের বুদ্ধির প্রয়োগের ওপর করেন, কোনো রহস্যময় স্বজ্ঞার (mystical intuition) বা অনুভবের ওপর নয়। কিন্তু এই ব্যাপক লক্ষণ প্রয়োগ করলে সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকের ইউরোপীয় মহাদেশের (continental) দর্শনের সঙ্গে ব্রিটিশ অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিক-ত্রয় লক্, বার্কলে এবং হিউমের প্রভেদ করা যায় না। কারণ তাঁদের দার্শনিক আলোচনাও যুক্তির (reason) ওপর নির্ভরশীল। আবার সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকের অধিবিদ্যাকে মধ্যযুগের অধিবিদ্যা থেকে পৃথক করা যাবে না।

কপোলস্টোনের প্রস্তাব হল, 'জ্ঞানের উৎপত্তি' বিষয়ক সমস্যাটিকে সামনে রাখলে বুদ্ধিবাদ-অভিজ্ঞতাবাদ পার্থক্যকে সহজেই দেখানো যায়। দেকার্ত এবং লাইবনিজ্ সহজাত ধারণা বা প্রাক্‌সিদ্ধ সত্য স্বীকার করেন। তবে তাঁরা এমন করেননি যে নবজাত শিশু পৃথিবীতে আসার সময়েই কতকগুলি নিশ্চিত সত্যকে নিয়ে

1. The Oxford Illustrated History of Western Philosophy Edt. Anthony Kenny.
2. Erdmann-এর উক্তিটি ফলকেনবার্গের বই (পাতা 10) থেকে নেওয়া হয়েছে।
3. ".....if philosophy has ceased to be the handmaid of theology, it has not yet become the charm women of science". (Copleston, P-27).

আসে ও প্রত্যক্ষ করে। আসলে কতকগুলি সত্য এই অর্থে সহজাত যে অভিজ্ঞতা সেগুলির প্রকাশের জন্য উপলক্ষ্য প্রস্তুত করা ছাড়া অন্যকিছু করে না। অভিজ্ঞতাবাদীরা এর বিরোধিতা করবেন।

দেকার্ত, স্পিনোজা এবং লাইবনিজ্ এই আদর্শ (ideal) বিষয়ে সহমত ছিলেন যে, ওই ধরনের সহজাত সূত্রগুলি থেকে একটি 'system of truth' (সত্যের তন্ত্র) নিষ্কাশণ করা যায়, যা জগৎ ও সত্য সম্পর্কে সঠিক সংবাদ দেবে। যদি তা হয় তাহলে 'the entire system of deducible truths can be considered as the self-unfolding of the reason itself" (Copleston, vol 4, P-29)।

আমরা পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলিতে দেকার্ত, স্পিনোজা ও লাইবনিজের বক্তব্য সংক্ষেপে আলোচনা করব।

4.2 রনে দেকার্তের সংক্ষিপ্ত জীবনচর্যা [Brief Lifestyle of Rene Descartes]

আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনের জনক বলে চিহ্নিত ফরাসি দার্শনিক, গণিতজ্ঞ এবং বিজ্ঞান-চিন্তক রনে দেকার্ত ফ্রান্সের একটি ছোটো শহর লা হেই-তে জন্মগ্রহণ করেন 1596 খ্রিস্টাব্দের 31 মার্চ।

1604-1612 খ্রিস্টাব্দে জেসুইট ফাদারদের দ্বারা পরিচালিত লা ফ্লিচ-এ শিক্ষাগ্রহণ করেন। শেষের কয়েক বছর যুক্তিবিদ্যা, দর্শন এবং গণিতে শিক্ষা নেন।

1618 খ্রিস্টাব্দে হল্যান্ড গমন; নেসার (Nassau) রাজকুমার মরিসের সেনাদলে যোগদান; সংগীতের ওপর 'কম্পেনডিয়াম মিউসিকা' নামে একটি ক্ষুদ্র গ্রন্থ রচনা।

1619 খ্রিস্টাব্দে জার্মান দেশে ভ্রমণ। নতুন অঙ্কশাস্ত্র এবং বৈজ্ঞানিক কাঠামো বিষয়ক চিন্তাভাবনা।

1622 খ্রিস্টাব্দে প্যারিসে প্রত্যাবর্তন এবং পরবর্তী কয়েক বছর সেখানে অবস্থান।

1628 খ্রিস্টাব্দে 'Rules for the Direction of Mind' নামক গ্রন্থ রচনা করেন, যদিও তা দেকার্তের জীবদ্দশায় প্রকাশিত হয়নি। তিনি হল্যান্ডে গিয়ে 1649 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত অবস্থান করেন।

1629 খ্রিস্টাব্দে 'The world' নামক গ্রন্থের রচনা শুরু।

1633 খ্রিস্টাব্দে বিজ্ঞানী গ্যালিলিও-র বিচারের কথা শুনে 'The World' গ্রন্থের প্রকাশের পরিকল্পনা ত্যাগ।

1637 খ্রিস্টাব্দে ফরাসি ভাষায় 'Discourse on Method of Rightly Conducting the Reason and Seeking for Truth in the Sciences' নামক গ্রন্থের প্রকাশ, যা সংক্ষেপে 'Discourse on Method' নামে পরিচিত। একই বছরে প্রকাশিত হয় 'Optics', 'Meteorology' এবং 'Geometry' শীর্ষক রচনাগুলি।

1641 খ্রিস্টাব্দে Meditations on First Philosophy নামক লাতিন ভাষায় সুবিখ্যাত রচনার প্রকাশ। একই সঙ্গে সমালোচকদের বক্তব্য খণ্ডন করে প্রকাশিত হয় 'Objections and Replies' নামক রচনা।

1642 খ্রিস্টাব্দে 'Meditations'-এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ এবং তৎসহ সমগ্র 'Objections and Replies' এবং 'Letters to Dinet'-এর প্রকাশ।

1643 খ্রিস্টাব্দে Utretcht বিশ্ববিদ্যালয় দেকার্তের দর্শনকে ভর্ৎসনা করে। এই সময় থেকে বোহেমিয়ার রাজকুমারী এলিজাবেথের সঙ্গে দীর্ঘ পত্রালাপের সূচনা হয়।

1647 খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্সের রাজা কর্তৃক দেকার্তকে পেনশন প্রদান। 'Description of the Human Body' বিষয়ের রচনা শুরু।

1648 খ্রিস্টাব্দে 'Comments on a certain Broadsheet' লেখা হয় লাতিনে।

1649 খ্রিস্টাব্দে রানি ক্রিশ্চিনার আমন্ত্রণে সুইডেনের আতিথ্য গ্রহণ। 'The Passions of the Soul'-এর প্রকাশ।

1650 খ্রিস্টাব্দে মহারানি ক্রিস্টিনার অভ্যাস ছিল ভোর পাঁচটায় দর্শনচর্চা করতে বসা, অথচ দেকার্তের অভ্যাস ছিল অনেক বেলায় ঘুম থেকে ওঠার। ফলে ফেব্রুয়ারির দুরন্ত শীতে দেকার্তের ঠান্ডা লেগে নিউমোনিয়া ধরে এবং 1650 খ্রিস্টাব্দের 11 ফেব্রুয়ারি দেকার্ত মারা যান।

পাশ্চাত্য দর্শনে আধুনিক যুগের সূচনা ফ্রান্সিস বেকনের (Francis Bacon) 'Novum Organum' (1620) এবং দেকার্তের 'Discourse On Method' (1637) দিয়ে।

দেকার্ত ছিলেন একজন প্রথম বিজ্ঞানমনস্ক ব্যক্তি এবং গাণিতিক। তিনি নিউটনের বলবিদ্যার (mechanics) ভিত্তিস্থাপন করেছিলেন এবং সংখ্যাতত্ত্ব (number theory) ও জ্যামিতির ভাবনার মধ্যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছিলেন। দেকার্ত বিশ্বাস করতেন যে, গণিতের জগৎ হল শাশ্বত সত্যের জগৎ, যা অভিজ্ঞতার সাহায্য ছাড়াই বুদ্ধির কাছে প্রতিভাত হয়।

অ্যারিস্টটলের মতোই দেকার্ত মনে করতেন যে, দর্শন হল প্রজ্ঞাবিষয়ক আলোচনা, যদিও তিনি 'জ্ঞানের জন্য জ্ঞানের' কথা বলেননি। দেকার্তের মতে, প্রজ্ঞা বলতে বিষয় সম্পর্কিত দূরদর্শিতা (prudence) বোঝায় না, সকল বিষয় সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞানকে (perfect knowledge) বোঝায়। এই জ্ঞানকে মানুষ সংগ্রহ করতে পারে নিজের আচরণকে পরিচালনা করার জন্য, স্বাস্থ্য সংরক্ষণ করার জন্য এবং সকল প্রকারের কলার উন্মেষ ঘটানোর জন্য। কাজেই দর্শনের আলোচনা ক্ষেত্রের মধ্যে থাকবে অধিবিদ্যা ও পরাবিদ্যা এবং পদার্থবিদ্যা বা প্রকৃতিবিজ্ঞান, যাদের পারস্পরিক সম্পর্ক একটি বৃক্ষের কাণ্ডের সঙ্গে শাখার সম্পর্কের অনুরূপ।

দেকার্তের কাছে দর্শনের আদর্শ হল এমন তন্ত্রের (system) প্রতিষ্ঠা করা, যেখানে বৈজ্ঞানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত সত্যসমূহ পরস্পরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত থাকবে। আবিষ্কৃত সত্যগুলি এমনভাবে শৃঙ্খলাবদ্ধ থাকবে যাতে আমাদের মন স্বতঃপ্রমাণিত (self-evident) সত্যসমূহ থেকে শুরু করে সেগুলির দ্বারা প্রতিপাদিত অন্যান্য প্রমাণিত সত্যে উপনীত হতে পারে। এই আদর্শকে তিনি গণিতশাস্ত্র থেকে পেয়েছিলেন। ছাত্রাবস্থায় দেকার্ত যুক্তিবিদ্যা, বীজগণিত ও জ্যামিতির পাঠ নিয়েছিলেন। তবে অ্যারিস্টটলের ন্যায় অনুমান তাঁর কাছে গ্রহণযোগ্য হয়নি। কারণ, "যুক্তিবিদ্যার কথা যদি ধরি, তো দেখলাম তার ন্যায় ও অন্যান্য নির্দেশগুলির অধিকাংশই যেটা মানুষ আগে জানে, শুধু সেটিকেই ব্যাখ্যা করার কাজে লাগে।......কিন্তু মানুষ যেটা জানে বা যেটা জানে না, তার কোনোটিই শিখতে সাহায্য করে না।"[1] দেকার্ত চেয়েছিলেন জ্যামিতিক বিশ্লেষণ ও বীজগণিতের যা কিছু শ্রেষ্ঠ তা কাজে লাগাতে। কারণ এই গণিতগুলির ভিত্তি এত মজবুত ও দৃঢ় যে তাদের ব্যবহার করে উন্নত কিছু নির্মাণ করা যাবে। এভাবেই গড়ে উঠেছিল দেকার্তের দার্শনিক আলোচনা পদ্ধতি। তিনি আত্মসচেতনতাকে দর্শনের স্থায়ী প্রস্থান বিন্দু হিসেবে গড়ে তুলেছিলেন—"He furnishes philosophy with a settled point of departure in self-consciousness....."[2]

4.3 পদ্ধতিগত সংশয়—রনে দেকার্ত [Methodic doubt–Rene Descartes]

["কিন্তু যেহেতু আমার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল সত্যের অনুসন্ধান তাই মনে হল আমাকে ঠিক উলটোটাই করতে হবে—যা কিছু সম্বন্ধে তুচ্ছতম সন্দেহ আমার কল্পনায় জাগতে পারে, তাকে পুরোপুরি মিথ্যা বলে বর্জন করা ছাড়া আমার উপায় থাকবে না এবং তা করব শুধু এটা দেখানোর জন্যই যে, এত কাণ্ডের পরেও আমার প্রত্যয়ে এমন কিছু অবশিষ্ট আছে কিনা যা নিয়ে কোনো সন্দেহ একেবারেই করা চলে না।"]

1. পদ্ধতি বিষয়ক আলোচনা, পাতা 36, অনুবাদক লোকনাথ ভট্টাচার্য।
2. History of Modern Philosophy, P-86, R. Falckenberg.
3. পদ্ধতি বিষয়ক আলোচনা, পাতা 56, ভাষান্তর লোকনাথ ভট্টাচার্য।

["আমি উপলব্ধি করেছিলাম যে আমার নিজের জীবনধারার মধ্যে এটা অপরিহার্য ছিল যে, সব কিছুকেই সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করতে হবে এবং একেবারে ভিত্তিমূল থেকে শুরু করতে হবে যদি দৃঢ়বদ্ধ এবং স্থায়ী হবে এমন বিজ্ঞানগুলিতে আমি কিছু করতে চাই।"[1]]

রেনে দেকার্ত সংশয়াতীত সত্য আবিষ্কার করতে চান বলেই এযাবৎ গৃহীত সকল বক্তব্যকে ভিত্তিমূল থেকে এমনভাবে উৎপাটিত করতে চান যাতে সত্যের সন্ধান পেতে পারেন।[2] সর্বনেতিবাচকতা নিজ আবশ্যিকতায় উপনীত হবে সর্বইতিবাচকতায়। পদ্ধতি বিষয়ক প্রথম বিধানে রয়েছে দেকার্তের স্পষ্ট সিদ্ধান্ত—কোনো জিনিসকেই আর সত্য বলে গ্রহণ করব না, যতক্ষণ না সেই জিনিসকে স্পষ্ট ও বিবিক্তভাবে জানছি। এই বিধানটি পরিচিত হয়েছে সংশয়ের পদ্ধতি (Method of doubt) নামে। বার্নার্ড উইলিয়ামস বলেছেন যে, দেকার্তের সমগ্র দার্শনিক আলোচনা পদ্ধতি সংশয়ের পদ্ধতি নয়, বরং এর মাধ্যমে অনুসন্ধানের গতিপথ নির্ধারিত হয় এবং জ্ঞানের পুনর্গঠনের কাজটিকে চিহ্নিত করা যায়।[3]

প্রশ্ন ওঠে—কোন বিষয়গুলিকে সংশয় করতে হবে? সংশয়ের পরিকল্পনাটি কেমন হবে? সকল বিশ্বাসের পূর্ণাঙ্গ তালিকা গঠন করে প্রত্যেকটি বিশ্বাসকে পৃথকভাবে খণ্ডন করব?

অথবা, বিশ্বাসগুলির উৎসমূল বা প্রমাণগুলিকে সংশয় করব? দেকার্ত শেষের পথটি বেছে নিয়েছেন। তাঁর লক্ষ ছিল ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার ত্রুটিগুলি প্রদর্শন করা এবং জড়বাদ ও সংশয়বাদকে খণ্ডন করা। একটি গৃহের ভিতটি ধ্বংস করে ফেললে, যা কিছু ভিত-নির্ভর তা ভেঙে পড়ে। 'আমি-তাই চলে যাব সেই সকল মৌলিক সূত্রসমূহের কাছে যার ওপর আমার আগেকার সকল বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত ছিল।'[4]

দেকার্তের সংশয় দুটি মূল যুক্তির ওপর দাঁড়িয়ে আছে—

(a) স্বপ্ন দেখার যুক্তি (Dreaming argument) ঃ আমাদের কাছে অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য প্রমাণ ইন্দ্রিয়গুলি বহু ক্ষেত্রে প্রতারণা করে। ভ্রান্তি (illusion) ও অমূল প্রত্যক্ষ (hallucination) হল এর উদাহরণ, যা একবার প্রতারণা করে তার ওপর আর নির্ভর করা যায় না; একটিমাত্র বিপরীত দৃষ্টান্ত একটি সার্বিক দাবিকে প্রতিহত করতে পারে। দেকার্ত এ কথা মানেন যে, এমন কিছু ইন্দ্রিয়লভ্য বিষয় আছে সেগুলি নিশ্চিত বলে প্রতিপন্ন হয়? তিনি এখন (প্রথম অনুধ্যানকালে) রাতের বেলায় আগুনের পাশে বসে লিখছেন। কিন্তু এমন তো হতে পারে (যৌক্তিকভাবে সম্ভব) যে এই মুহূর্তে (প্রথম অনুধ্যানকালে) তিনি ফায়ার-প্লেসের পাশে বসে থাকার স্বপ্ন দেখছেন, মিথ্যা কল্পনা করছেন, কিন্তু আসলে নিদ্রিত আছেন। দেকার্ত বলেন, "আমি সহজভাবে দেখছি এমন কোনো নিশ্চিত সংকেত নেই যার সাহায্যে স্বপ্নাবস্থার সঙ্গে জাগ্রত অবস্থার পার্থক্য করা যাবে। তাহলে সমগ্র জীবনটাই যে স্বপ্ন নয়, ইন্দ্রিয়গুলি যে সর্বদা প্রতারণা করছে না তার নিশ্চয়তা কোথায়?"

পূর্বপক্ষ বলতে পারেন যে, স্বপ্ন মিথ্যা হলেও স্বপ্নের উপাদানগুলি তো বাস্তব জীবন থেকে সংগৃহীত। একটি চিত্রের বিষয় কাল্পনিক হতে পারে, কিন্তু তাতে যে রঙের ব্যবহার হয়েছে তা তো সত্য। এখানে দেকার্তের কাছে দুটি সিদ্ধান্ত এসেছে—(i) পদার্থবিদ্যা, ঔষধিবিদ্যা, জ্যোতির্বিজ্ঞান সংশয়মুক্ত নয়, কারণ সেগুলি সুসংহত যৌগিক বস্তু নিয়ে কাজ করে। (ii) পাটিগণিত, জ্যামিতি এবং অনুরূপে বিজ্ঞানগুলি চর্চা করে সরলতম বিষয় নিয়ে, তাই সেগুলি নিশ্চিত ও সংশয়াতীত। কী নিদ্রায়, কী জাগরণে 'দুই যোগ তিনের' ফল পাঁচই হয়েছে।

(b) দানব যুক্তি (Demon argument) ঃ দেকার্তের সংশয় একদিক থেকে গণিতশাস্ত্রের বচনকেও স্পর্শ করে। অঙ্কের গণনায় অনেক সময় ভুল করি এবং ভ্রান্ত সিদ্ধান্তকে নিশ্চিত বলে জানি। হতে পারে যে জগৎ স্রষ্টা ঈশ্বর আমাদের এমনভাবে গড়েছেন যাতে আমরা সর্বদাই ভুল করব। কিন্তু দেকার্ত ওই সিদ্ধান্ত

1. Meditations on First Philosophy, Rene Descartes.
2. "That is order to seek trugh, it is necessary once in the course of our life to doubt, as far as possible, of all things." Descartes, Principles of Philosophy, Proposition 1.
3. Descartes : The project of Pure Enquiry, P-33.
4. First Meditation, Cambridge Text, P-15.

নেননি। প্রথমত, অনেকে ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না। দ্বিতীয়ত, ঈশ্বর যেহেতু সর্বতোভাবে শুভ এবং পূর্ণ, তাই তিনি ভ্রান্তির উৎস নন।

বিকল্প সমাধান একটি অধিবিদ্যক প্রকল্প (metaphysical hypothesis)। কোনো হিংসুটে দানব, যিনি একইসঙ্গে প্রচণ্ড ক্ষমতার অধিকারী এবং সেইসঙ্গে প্রতারণাপূর্ণ, তিনি তার সকল ক্ষমতা প্রয়োগ করে আমাকে প্রতারণা করছেন। ওই শক্তিই সকল বিষয়ে আমাকে বিভ্রান্ত করছে, অঙ্কের গণনায় মিথ্যাপথে চালিত করছে। দেকার্ত বলেন, "আমি তাই এমন চিন্তা করতে পারি যে আকাশ, পৃথিবী, বাতাস, রং, আকৃতি, শব্দ এবং বাহ্যবস্তুগুলি হল স্বপ্নের ভ্রান্তি। এমনকি নিজের দেহের ব্যাপারেও আমি প্রতারিত হতে পারি।"[1] আমি জানি যে দুই-যোগ-দুই চার হয়, কিন্তু ওই দানব আমাকে ভিন্ন কথা ভাবাচ্ছে।[2]

এভাবে দেকার্ত সার্বিক সংশয় তৈরি করে সব কিছুকেই এর অন্তর্ভুক্ত করলেন। কিন্তু প্রশ্ন হল, এই সংশয়েই কি দার্শনিক আলোচনার পরিসমাপ্তি? দেকার্ত তা মানেন না। এ বিষয়ে একাধিক প্রসঙ্গ এসে পড়ে।

প্রথমত, 'মেডিটেশনস' নামক গ্রন্থটিকে জেসুইট ফাদারদের উৎসর্গ করে তিনি জানিয়েছিলেন যে, তাঁদের ধর্মীয় শিক্ষাকেই দৃঢ় ভিত্তির ওপর স্থাপন করার জন্য ফাদারদের সম্মতি প্রার্থনা করেন।

দ্বিতীয়ত, সংশয়বাদ খণ্ডন করার লক্ষ্য নিয়েই দেকার্ত চেয়েছিলেন নিশ্চিত ও নিঃসন্দিগ্ধ জ্ঞানে (Cogito ergo sum) উপনীত হতে।

তৃতীয়ত, সংশয়ের অবসান হয় নিজের অস্তিত্বের নিশ্চয়তাবোধে। এরপর একে একে ঈশ্বর, বাহ্যজগৎ, অন্য-মনের অস্তিত্ব সবকিছুই গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে।

চতুর্থত, 'Discourse of Method' গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে সার্বিক সংশয় প্রস্তাব করার পর তৃতীয় অধ্যায়ে বলেছেন যে, যতক্ষণ না নিশ্চিত সত্যগুলিকে খুঁজে পাচ্ছি ততক্ষণ ব্যক্তিগত জীবন কোনোভাবে ব্যতিব্যস্ত হবে না, বরং প্রচলিত বিশ্বাস ও সামাজিক শিক্ষার আলোকেই জীবনযাপন করব। কাজেই সংশয়টি হল সূচনাবিন্দু (starting point), পরিণতি নয়। হিউমের কথায় এটি পূর্বগামী সংশয়বাদ (antecedent scepticism)।

কিন্তু তাহলে কেন এই সার্বিক সংশয়?

কোনো কোনো লেখক মনে করেন যে, দেকার্তের সংশয় হল পদ্ধতিগত, যাকে অনুভূত সংশয় (experiential doubt) থেকে পৃথক করতে হবে। দ্বিতীয়টি একটি মানসিক অবস্থা বা প্রতিন্যাসকে (attitude) ইঙ্গিত করে, যা আমাদের সচেতন ক্রিয়ার ফল নয়। কিন্তু পদ্ধতিগত সংশয় আমাদের কোনো সিদ্ধান্ত অথবা সচেতন ইচ্ছার সঙ্গে যুক্ত থেকে উদ্ভূত হয়, কোনো অনুভূতিকে ইঙ্গিত করে না।[3]

কপোলস্টোনের মতে, দেকার্তের সংশয়টি এজন্য পদ্ধতিগত যে, নিছক সংশয়ের জন্যই তা তৈরি হয়নি, বরং এর লক্ষ্য হল মিথ্যার পরিবর্তে সত্য, সম্ভাব্য বস্তুব্যের স্থলে সুনিশ্চিত বক্তব্য গঠনের প্রাথমিক পর্যায়টি রচনা করা। এটি তাত্ত্বিক সংশয় কারণ ব্যবহারিক জীবনে ব্যবহৃত হবে না।[4] সংশয় পদ্ধতি প্রয়োগ করে দেকার্ত মনকে সারিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন। তাড়াহুড়ো সিদ্ধান্ত নেওয়া এবং সংস্কার (Preipitancy and Prejudice) থেকে। এজন্য অ্যান্টনি কেনি বলেছেন, "The Doubt is, above all, a meditative technique, a form of thought therapy to cure the mind of excessive reliance on the senses" (Descartes, P-24, Random House, New York, 1968)।

1. First Meditation, Cambridge Text, P-15.
2. "I am like a prisoner who is enjoying freedom while asleep; as he begins to suspect that he is asleep, he dreads being up, and goes along with the pleasant illusion as long as he can." Ibid P-16.
3. "Thus 'experiential doubt' refers to a certain state of mind or attitude which we do not voluntarily originate; 'methodical doubt' refers, not to a feeling, but to a decision or volition which we do purposively originate'. S. V. Keeling Descartes, P-87, Oxford University Press 1968.
4. A History of Philosophy, Vol 4, P-95-96 Copleston. Image Books.

■ পদ্ধতিগত সংশয়ের সীমাবদ্ধতা ঃ

সংশয় পদ্ধতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে কিছু অসুবিধার কথা সামনে এনেছেন ব্যাখ্যাকাররা। কয়েকটি অসুবিধার উল্লেখ করা হল—

(i) দেকার্তের স্বপ্ন-যুক্তি ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষের প্রামাণ্যকে সংশয় করে। কিন্তু একটি যথার্থ প্রত্যক্ষের প্রেক্ষাপটেই কেবল একটি ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষজনিত ভ্রান্তিকে চিহ্নিত করা যায়।[1]

(ii) থমাস অ্যাকুইনাস বলেছিলেন যে, এমনকি সর্বশক্তিমান ঈশ্বরও আবশ্যিক সত্যগুলি দ্বারা সীমিত, যেগুলিকে বাতিল করতে পারে না।

(iii) সংশয় গঠনকালে দেকার্ত যেসব শব্দ বা বাক্য ব্যবহার করেছিলেন সেগুলির অর্থ বিষয়ে তিনি সন্দিহান হয়নি, বরং ধরে নিয়েছিলেন পাঠক সেগুলি বুঝতে পারবে।[2]

(iv) সংশয় চলাকালে দেকার্তের দাবি ছিল তিনি স্বপ্ন ও জাগরণের মধ্যে পার্থক্য করতে পারছেন না। কিন্তু 'মেডিটেশনস' গ্রন্থের শেষ অধ্যায়ে তিনি ওই দুইয়ের মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য করেছেন।

(a) স্বপ্নে স্মৃতির সাহায্যে বিভিন্ন ঘটনাকে যুক্ত করা যায় না, যা জাগ্রত জীবনে সম্ভব। (b) স্বপ্নের বিষয়গুলির স্থান-কাল নির্দেশ থাকে না, জাগ্রত জীবনে থাকে। নরম্যান ম্যালকম "Dreaming and Scepticism' প্রবন্ধে দেকার্তের তীব্র সমালোচনা করেছেন[3]। 'Meditations' গ্রন্থের শেষের বক্তব্য প্রথমের বক্তব্যকে বাতিল করে দিয়েছে।

(v) দেকার্ত যে সার্বিক সংশয়ের কথা বলেছেন, সে ব্যাপারে সন্দিহান ছিলেন। একটি সংশয়কে অপর একটি উচ্চস্তরের সংশয়ের সাহায্যেই কেবল সংশয় করা যায়। বিভিন্ন স্তরের সংশয়কে কেবল একটিমাত্র সার্বিক সংশয়ের অধীনে আনা যায় না। অধ্যাপক শিবজীবন ভট্টাচার্য লিখেছিলেন, "For the concept of the universal doubt is obviously an instance of the 'liar paradox' and is logically unjustifiable. There is no class of doubt which includes itself as its member. A doubt can be doubted only by a doubt belong to a higher order"।[4]

(vi) দেকার্ত নিজের সংশয়কে অতিরঞ্জিত (hyperbolical), পরাবিদ্যক (metaphysical) ইত্যাদি আখ্যা দিয়েছেন। 'অশুভ দানব', 'জীবন একটি স্বপ্নের মতো' ইত্যাদি কথাগুলি খুবই অসম্ভব। মিথ্যা বিশ্বাস বর্জন করার জনাই তিনি অবিশ্বাসীর ভূমিকা নিয়েছেন। S. V. Keeling বলেন, সংশয় হল অনুধ্যান কৌশল (meditative technique), এক ধরনের চিন্তন চিকিৎসা (thought therapy)। পাঠক যদি সংশয়ী যুক্তিগুলি গ্রহণে রাজি থাকেন তবেই সেগুলির শক্তি প্রকাশ পায়। সত্য খুঁজে পেয়ে দেকার্ত বললেন, "I ought to reject all the doubts of the bygone days as hyperbolical" (Med. 6th)।

4.4 দার্শনিক আলোচনা পদ্ধতি—দেকার্ত [Method of Philosophical Discourse–Descartes]

[দেকার্ত নিজেকে মূলত একটি নতুন আলোচনা পদ্ধতির আবিষ্কারক বলে দাবি করেছিলেন। তাঁর প্রথম রচনা 'Regulae'-তে (এটি তাঁর জীবদ্দশায় প্রকাশ পায়নি) তিনি বিস্তৃতভাবে একুশটি বিধানের কথা

1. it is "impossible even to doubt a given perceptual judgement except in a context of assuming some other perceptual judgements to be actually true....." Descartes : The project of Pure Enquiry, Bernard Williams, P-55.
2. "Descartes does not doubt that he knows the meaning of words he uses to construct and resolve the doubts of the Meditations." Descartes, Anthony Kenny, P-21.
3. প্রথম অনুধ্যানে দেকার্ত বলেছেন নিদ্রাকালেও জাগ্রত জীবনের অনুরূপ ভ্রান্তি হয়। ম্যালকম বলেন, যদি নিদ্রা বলতে গভীর নিদ্রা বোঝায় তাহলে সেখানে চিন্তা কর্ম না থাকায় প্রতারিত হওয়ার আবশ্যিক শর্তটি থাকে না।
4. Doubt, Belief and knowledge, Sibajiban Bhattacharya, P-2.

বলেছিলেন। প্রথম প্রকাশিত রচনা 'Discourse on Method' (1637) গ্রন্থে চারটি বিধানের সাহায্যে দার্শনিক আলোচনার পদ্ধতি গঠন করেছেন।]

প্রথমেই প্রশ্ন ওঠে, 'পদ্ধতি বলতে কী বোঝায়?' 'Ragulae' গ্রন্থে চতুর্থ বিধানের আলোচনায় একটি স্পষ্ট উত্তর পাওয়া যায় ঃ 'পদ্ধতি বলতে আমি কতকগুলি নিশ্চিত ও সরল বিধানের তালিকাকে বুঝি, যেগুলি এমন যে যদি কোনো ব্যক্তি এগুলিকে সঠিকভাবে অনুসরণ করে, তাহলে সে কখনও মিথ্যাকে সত্য বলে মনে করবে না এবং অহেতুক মানসিক প্রয়াসকে নষ্ট না করে, বরং ক্রমে ক্রমে নিজের জ্ঞানকে এগিয়ে নিয়ে নিজের ক্ষমতার উপযুক্ত বিষয় সম্পর্কে সত্য জ্ঞানে উপনীত হবে।'

দেকার্তের ওই বক্তব্য থেকে তিনটি জিনিস পদ্ধতি প্রসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। প্রথমত, কতকগুলি নিশ্চিত এবং সরল নিয়মের তালিকা গঠন করা। দ্বিতীয়ত, ক্রমে ক্রমে অর্থাৎ যৌক্তিক পরম্পরা অনুসরণ করে অগ্রসর হওয়া। তৃতীয়ত, ব্যক্তির নিজস্ব স্বাভাবিক ক্ষমতার ওপর নির্ভর করে বিধানগুলি প্রয়োগ করা।

দেকার্ত এমন ধরনের বিধানের তালিকাকে বিধান বলবেন যা, যে কেউ ব্যবহার করতে পারে। মনের স্বাভাবিক ক্ষমতার সঙ্গে যুক্ত থাকবে এদের প্রয়োগ সাফল্য। আসলে মানুষের 'বুদ্ধির স্বাভাবিক আলোক' তাকে সত্যের দিকেই পরিচালিত করে। কোনো কৌশলই মনের স্বাভাবিক ক্ষমতাকে অতিক্রম করতে পারবে না। সঠিক পদ্ধতি প্রয়োগ করলে মানসিক ক্ষমতার অপব্যবহার হয় না। দেকার্ত মনে করেন, যুক্তি ক্ষমতা সকলের মধ্যে অখণ্ডভাবে বিরাজ করে।

'Regulae' গ্রন্থের পঞ্চম বিধানের আলোচনা প্রসঙ্গে দেকার্ত পুনরায় পদ্ধতি বিষয়ে বলেছেন—পদ্ধতি সম্পূর্ণভাবে যুক্ত রয়েছে সেই সকল বিষয়গুলিকে শৃঙ্খলাবদ্ধ এবং সুবিন্যস্ত করার সঙ্গে যেগুলির প্রতি মন অবশ্যই ধাবিত হবে যদি কোনো সত্য আবিষ্কার করতে চায়।

■ পদ্ধতির বিধান বা নিয়মগুলি কী কী? ঃ

'Discourse on Method' গ্রন্থে দেকার্ত চারটি বিধানের কথা বলেছেন।[1]

● **প্রথম বিধান ঃ** কোনো জিনিসকেই আর সত্য বলে গ্রহণ করব না যতক্ষণ না সেই জিনিস স্বতঃপ্রমাণিতভাবে সত্য বলে আমার দ্বারা জ্ঞাত হচ্ছে। অর্থাৎ সযত্নে পরিহার করতে হবে 'অত্যধিক তাড়াহুড়োর ভাব' (precipitation) এবং **সকল পূর্ব-ধারণা** (prejudices in judgement) এবং একমাত্র সেই জিনিসটিকেই আমার বিচারে গৃহীত বলে মেনে নেব, যা চিত্তে প্রতিভাত হচ্ছে **স্পষ্ট** ও **স্বতন্ত্র বা বিবিক্তভাবে**, যাতে পরে আর **সন্দেহের অবকাশ** না থাকে।

● **দ্বিতীয় বিধান ঃ** বিচার্য যে-কোনো সমস্যাকে যতটা সম্ভব এবং যতটা প্রয়োজন হতে পারে ততটা **ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ভাগ করতে হবে**, যাতে তার সমাধান **আরও ভালোভাবে করা যায়।**

● **তৃতীয় বিধান ঃ** আমার চিন্তাগুলিকে এমন এক প্রণালীতে চালিত করব যাতে শুরু করতে পারি সরলতম জিনিস দিয়ে—যা সবচেয়ে সহজে বোঝা যায়। পরে উঠব একটু একটু করে, ধাপে ধাপে একেবারে জটিলতম জিনিসগুলি পর্যন্ত জানতে। এমনকি যে জিনিসগুলির একের সঙ্গে অন্যকে একবারেই সূত্রবদ্ধ বলে ঠেকছে না, ধরে নেব যে তাদের পরস্পরের মধ্যে একটি শৃঙ্খলার ভাব রয়েছে।

● **চতুর্থ বিধান ঃ** সর্বত্র এত সম্পূর্ণ পরিগণনা (enumeration), করব এমন এক সমগ্র পুনরীক্ষণ (review) করব, যাতে নিশ্চিত হতে পারি যে বিচার থেকে কোনো কিছুই বাদ পড়েনি।

■ নিয়মগুলির বিশ্লেষণ ঃ

প্রথম নিয়মটির শুরুতে প্রাথমিক সার্বিক সংশয় প্রকাশ পেয়েছে। এখানে মনের বিকার-তত্ত্ব চিহ্নিত হয়েছে—(a) উপযুক্ত প্রমাণ ছাড়াই তাড়াহুড়ো করে অবৈধ সামান্যীকরণ করা এবং (b) অভ্যাসের চাপ, অথবা তীব্র অনুভূতি, অথবা কল্পনাবিলাসের বশে সংস্কারাচ্ছন্ন বিষয়কে গ্রহণ করা।

1. মূল ফরাসি থেকে অনুবাদ—লোকনাথ ভট্টাচার্য, পদ্ধতি বিষয়ক আলোচনা, পাতা—37-38, ওরিয়েন্ট লংম্যান লিমিটেড।

প্রথম বিধান থেকে বোঝা যায় যে, দেকার্ত 'সম্ভাব্য জ্ঞানের' (probable knowledge) ধারণাকে বিরোধী বলে বাতিল করেন, জ্ঞান হবে সম্পূর্ণ নিশ্চিত। বারনার্ড উইলিয়ামস্ দেকার্তের প্রচেষ্টাকে 'Project of Pure Enquiry' বলেছেন।

প্রথম বিধানের অপর গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল সত্য বিচারের মানদণ্ড হিসেবে স্পষ্টতা ও বিবিক্ততাকে হিসেবে গ্রহণ করা। ওই মানদণ্ডে গণিতশাস্ত্রের সংশয়াতীত সত্য পাওয়া যায়। দেকার্ত গণিতশাস্ত্রের পদ্ধতির মধ্যে খুঁজে পেয়েছিলেন সেই সবল ভিত্তিকে (solid foundation) যা দর্শনকে নিশ্চয়তা দেবে।

দ্বিতীয় বিধানের বিশ্লেষণের মাধ্যমে সমস্যার সমাধানের প্রক্রিয়া গঠন করা হয়েছে (process of analysis or resolution)। গণিতের দ্বারা প্রভাবিত হলেও দেকার্তের মতে ইউক্লিডীয় জ্যামিতির একটি গুরুত্বপূর্ণ ত্রুটি হল যে, সেখানে স্বীকার্য সত্য (axioms) এবং প্রাথমিক সূত্রগুলির সাহায্যে প্রদর্শন করা হয় না। বিশ্লেষণ পদ্ধতি দেখাতে পারে যে কীভাবে সেগুলি পাওয়া গেছে। কপোলস্টোনের মতে, এদিক থেকে দেখলে বিশ্লেষণ হল আবিষ্কারের যুক্তি।

তৃতীয় বিধানটি সংশ্লেষণ অথবা গঠনের প্রক্রিয়াকে নির্দেশ করে (synthesis or construction)। শুরু করতে হবে বৌদ্ধিক অনুভূতিতে (intellectual intuition) পাওয়া সরলতম ধারণা বা প্রাথমিক সূত্র বা সরল প্রকৃতি[1] দিয়ে। এরপর ধীরে ধীরে অবরোহণের মাধ্যমে অন্যান্য বিষয়কে নিষ্কাশন করতে হবে। এখানেই শৃঙ্খলা বা বিন্যাসের (order) প্রসঙ্গ আসে। সমালোচকদের অভিযোগের উত্তরে দেকার্ত বলেছিলেন, 'জ্যামিতীয় রচনায় আমি দুটি জিনিসের মধ্যে পার্থক্য করি—শৃঙ্খলা এবং প্রমাণ পদ্ধতি। শৃঙ্খলা বলতে বোঝায় সেই বিষয়গুলিকে প্রথম স্থান দিতে হবে যেগুলিকে তাদের অনুবর্তী বিষয়গুলি ছাড়াই জানা যায়। অন্য সকল বিষয়কে এমনভাবে বিন্যস্ত করতে হবে। যাতে তাদের প্রমাণগুলি পূর্ববর্তী বিষয় নির্ভর হয়।' স্পষ্টতই এখানে অবরোহী কাঠামো গড়ে তোলার প্রস্তাব রয়েছে। বিশ্লেষণ হল আবিষ্কারের পদ্ধতি, যা জানতে সাহায্য করে। সংশ্লেষণ হল প্রমাণের পদ্ধতি, যা জানা বিষয়কে প্রমাণের উপযোগী শৃঙ্খলার মধ্যে স্থাপন করে।

■ পদ্ধতিগত নিয়ম এবং মনের মৌলিক প্রক্রিয়া ঃ সত্য আবিষ্কারের জন্য চারটি নিয়ম অনুসরণ করার ক্ষেত্রে মনের স্বাভাবিক ক্ষমতা এবং কার্যপ্রক্রিয়া স্বীকার করতে হয়,—'Hence a set of rules is of great utility, even though these rules presuppose the mind's natural capacities and operations' (Copleston, P-84)। দেকার্তের দাবি হল, অনুভব বা স্বজ্ঞা (intuition) এবং অবরোহণ (deduction) হল এমন দুটি মানসিক অবস্থা যা প্রয়োগ করলে কোনো ভ্রান্তির ভয় না করে আমরা সঠিক জ্ঞানে উপনীত হতে পারি। প্রথমটির সাহায্যে ইন্দ্রিয়লব্ধ পরিবর্তনশীল বিষয়গুলিকে, অথবা কল্পনায় গড়ে তোলা ভ্রান্ত অবধারণগুলিকে বোঝানো হয়নি। স্বজ্ঞা হল সেই বোধ যা সংস্কারমুক্ত ও নিবিষ্ট মনের কাছে এতই দ্রুতভাবে ও স্পষ্টভাবে উপস্থিত হয় যাতে বোধশক্তির বিষয় সম্পর্কে আমরা সম্পূর্ণ সংশয়মুক্ত হই। তাহলে দেকার্ত যাকে 'intuition' বলেছেন তা পুরোপুরি একটি বৌদ্ধিক ক্রিয়া, একটি বৌদ্ধিক দৃষ্টি (intellectual perception), যা এতই স্পষ্ট ও বিবিক্তভাবে বিষয়কে উপস্থিত করে, যাতে সংশয়ের অবকাশ থাকে না।[2]

অবরোহণ (deduction) বলতে বোঝায়, নিশ্চিতভাবে সত্য বিষয়গুলি থেকে অন্যান্য বিষয়গুলিকে অনুমান করা। অবরোহণের ক্ষেত্রেও অনুভবের প্রয়োজন। কারণ চিন্তার একটি স্তর থেকে অন্যস্তরে উত্তীর্ণ হওয়ার সময় প্রতিটি বচনের সত্যকেই স্পষ্ট ও বিবিক্তভাবে জানতে হবে। অন্যদিকে অবরোহণের মধ্যে আছে এক প্রকারের গতি অথবা পারম্পর্য, যা অনুভবে অনুপস্থিত। দেকার্ত অ্যারিস্টটলের 'ন্যায় অনুমানকে'

1. সরল বা নিরংশ প্রকৃতি (simple nature)—বিশ্লেষণের মাধ্যমে সরল প্রকৃতির সংজ্ঞায় উপনীত হওয়া যায়। এটি হল মৌল উপাদান যা স্পষ্ট ও বিবিক্ত ধারণা হিসেবে জ্ঞাত হয়। ইচ্ছাকর্ম, চিন্তাকর্ম এবং সংশয় কর্ম হল বৌদ্ধিক বা আধ্যাত্মিক সরল প্রকৃতি, যেগুলিকে পুনরায় বিভাজন করা যায় না।
2. "By intuition, therefore, is meant a purely intellectual activity, and intellectual seeing or vision which is so clear and distinct that it leaves no room for doubt." (Copleston, P-84).

অবরোহের মডেল হিসেবে স্বীকার করেননি। কারণ ন্যায় অনুমানে আশ্রয় বাক্য দুটি স্বীকার করে নিয়ে আমরা অগ্রসর হই, কিন্তু দেকার্ত অনুভবের (intuition) সাহায্যে প্রাথমিক আশ্রয়বাক্যগুলিকে আবিষ্কার করতে চান।

কপেলস্টোনের মতে, দেকার্ত চেষ্টা করেছেন অবরোহণকে স্বজ্ঞায় রূপান্তরিত করার জন্য। প্রাথমিক সূত্রগুলি থেকে সাক্ষাৎভাবে যেসব বাক্যগুলিকে অনুমান করা যায়, সেগুলির সত্যতা আমাদের স্মৃতিশক্তির ওপর নির্ভর করে স্বজ্ঞার বা অবরোহণের মাধ্যমে জানা যায়। প্রাথমিক সূত্রগুলিকে সব সময়েই স্বজ্ঞায় পেতে হবে, যদিও দূরবর্তী সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে অবধারণ প্রযোজ্য হবে।[1]

লক্ষণীয় যে, দেকার্তের কাছে গণিতশাস্ত্রের আদর্শটি অধিবিদ্যার আদর্শ হয়ে ওঠেনি, তিনি অধিবিদ্যাকে গণিতশাস্ত্রের সঙ্গে মিশিয়ে ফেলেননি। দার্শনিক আলোচনা পদ্ধতি পদার্থবিদ্যা তথা পরীক্ষামূলক বিজ্ঞানে হুবহু প্রযোজ্য হবে না। কারণ বিজ্ঞানে পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে। কাজেই দেকার্তের পদ্ধতিকে 'সর্বগণিতবাদ' (Pan-mathematicism) বলা যাবে না।

4.5 আমি চিন্তা করি, সুতরাং আমি আছি [Cogito ergo sum]

আর্কিমিডিস দাবি করেছিলেন কেবলমাত্র একটি দৃঢ় ও অনড় স্থান যাতে সম্পূর্ণ পার্থিব গোলকটিকে তার বর্তমান অবস্থান থেকে সেখানে নিয়ে যেতে পারেন; তেমনি আমি চূড়ান্ত প্রত্যাশা পোষণ করার অধিকারী হতে পারব যদি একটি জিনিসকে আবিষ্কার করার মতো যথেষ্ট সৌভাগ্য হয়, যা নিশ্চিত এবং সংশয়াতীত। Med II অনুবাদ লেখকের।

সংশয় উত্তীর্ণ সত্য আমি চিন্তা করি, সুতরাং আমি আছি (Cogito ergo sum; I think therefore I am)। দেকার্ত সার্বিক সংশয় দিয়ে শুরু করেছিলেন নিশ্চিত ও সংশয়াতীত সত্যে উপনীত হওয়ার পরিকল্পনা নিয়ে[2]। বার্নার্ড উইলিয়ামস একে 'pre-emptive scepticism' (ত্রাতা সংশয়বাদ) বলেছেন। দেকার্তের লক্ষ্য ছিল দর্শনকে পুনর্গঠিত করা, স্বাভাবিক বিশ্বাসগুলিকে দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা করা এবং সত্যকে নতুন করে আবিষ্কার করা যাতে তা স্পষ্ট ও বিবিক্তভাবে উপস্থিত হয়। দেকার্তের জ্ঞানতত্ত্ব ও তত্ত্ববিদ্যা সংশয় থেকে নিশ্চয়তার স্তরে উত্তীর্ণ হয়েছে সংশয়ের হাত ধরে।

দার্শনিক আলোচনা পদ্ধতির প্রথম বিধানে দেকার্ত নীতি নির্ধারণ করেছিলেন—স্পষ্টতা এবং বিবিক্ততার ধর্ম থাকলেই তবে তিনি কোনো বিষয়কে গ্রহণ করবেন। ইন্দ্রিয়গুলি যে তথ্য সরবরাহ করে তা বহু ক্ষেত্রেই ভ্রান্তি আনে। আবার কখনো-কখনো মনে সংশয় আসে যে, আমি জাগ্রত না নিদ্রামগ্ন। দার্শনিক সমস্যাগুলির মীমাংসার ক্ষেত্রে ব্যাপক মতভেদ দেখা দেয়। কাজেই সেখানে সত্যের সন্ধান মেলে না।

দেকার্তের কাছে গণিতের উচ্চ ও আদর্শ স্থান আছে। গণিতজ্ঞ দেকার্ত ওই শাস্ত্রের সিদ্ধান্তগুলিকে বাতিল করার মতো উপযুক্ত প্রমাণ খুঁজে পাননি। দেকার্ত তাই একটি অধিবিদ্যক (metaphysical) কাল্পনিক (fictitious) প্রকল্প রচনা করলেন—হয়তো কোনো অশুভ শক্তি (evil genius/malin genic) দেকার্তকে গাণিতিক গণনায় বারবার ভ্রান্তির মধ্যে ঠেলে দিচ্ছে। ওই কাজ ঈশ্বরের দ্বারা হতে পারে না, কারণ প্রতারণা কর্ম নৈতিক অপকর্মতাকে ইঙ্গিত করে। ঈশ্বর প্রতারক নন।

কাজেই সকল বিশ্বাসের ভিত্তি হিসেবে উপস্থিত ইন্দ্রিয় সংবেদন, বৌদ্ধিক বিচার, গাণিতিক বিশ্লেষণ, স্মৃতি—এগুলিকে আক্রমণ করে দেকার্ত উপস্থিত হলেন এক ধরনের দার্শনিক সংশয়বাদে। কিন্তু তিনি কি

1. 'Descartes does what he can to reduce deduction to intuition—Copleston, Vol 4, P-84 'Hence deductio is itself but intuitus extended; it is intuition of connection between intuitions'. S. V. Keeling, Descartes, P-74.
2. 'I think, therefore I am' (Cogito ergo sum), is known as Descartes's Cogito, and the process by which it is reached is called 'Cartesian doubt'. Footnote, P-547, A History of Western Philosphy, Russell.

সংশয়কে নিজের অস্তিত্বের দিকে চালিত করতে পারেন? দেকার্ত লিখলেন, যদি আমি প্রতারিত হই, তবে অবশ্যই প্রতারিত হওয়ার জন্য অস্তিত্ববান হব; এমন যদি হয় আমি স্বপ্ন দেখছি, আমি নিশ্চয়ই স্বপ্নের জন্য অস্তিত্ববান হব।

সার্বিক সংশয় আত্ম-জ্ঞানকে নিশ্চিত করে। দেকার্তের সংশয় পদ্ধতি এখানে যুক্ত হয়েছে প্রথম পুরুষ একবচনে (first person singular)। আমি সব কিছুকে সংশয় করতে পারি, এমনকি আমার দেহকে। আমি মনে করতে পারি যে—নেই কোনো ঈশ্বর, কোনো আকাশ ইত্যাদি। কিন্তু যদি না আমি অস্তিত্ববান হই, তবে সংশয় কর্ম সম্ভব হয় না। সব কিছুকেই সংশয় করা চলে কেবল নিজেকে ছাড়া; কারণ নিজেকে সংশয় করতে গেলে সংশয়কারী হিসেবে নিজের অস্তিত্ব মানতে হয়। সংশয় করার কাজটি একধরনের চিন্তাকর্ম, কাজেই এ কথার মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দেবে যদি বলি চিন্তন কর্ম আছে, কিন্তু চিন্তা-কর্তা নেই। এটিই সংশয়ের অবসান বিন্দু—আমি চিন্তা করি, সুতরাং আমি আছি।

দেকার্ত লিখেছেন—কিন্তু তখনই এই সতর্কতাও আমায় অবলম্বন করতে হল, যাতে সব কিছুকে যখন মিথ্যা বলে ভাবতে চাইছি, তখন অন্তত এ বিষয়ে নিশ্চিত থাকতে পারি যে, এইসব এমন ভাবছি যে আমি, সেই আমি কিছু একটা জিনিস তো বটেই এবং যখন দেখলাম যে, 'আমি ভাবছি, তাই আমি আছি' এই সত্যটি এত সুদৃঢ় ও নিশ্চিত যে সংশয়কারীর উক্তি কোনো অনুমানের সাধ্য নেই তাকে টলায়, তখন একে আমার অন্বিষ্ট দর্শনের প্রথম তত্ত্ব হিসেবে নির্দ্বিধায় গ্রহণ করতে পারি বলে স্থির করলাম[2]।

দেকার্তের বহু পূর্বে মধ্যযুগের দার্শনিক সেন্ট অগাস্টাইন বলেছিলেন, 'যদি আমি প্রতারিত হই তবে আমি আছি' (Si fallor sum)। দেকার্ত যদিও অগাস্টাইনের বক্তব্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন, তথাপি নিজের প্রাথমিক সূত্রটিকে প্রাকল্পিক আকারে উপস্থিত করেননি। তা ছাড়া, দেকার্তের দর্শনে Cogito সূত্রটি সংশয় উত্তীর্ণ হয়ে চিন্তার ভিত্তিভূমি রচনা করেছে, কিন্তু অগাস্টাইনের কাছে বিষয়টির এত গুরুত্ব ছিল না।

কে আমি? দেকার্ত এই প্রশ্ন তুলেছেন। উত্তরে দ্বিতীয় অনুধ্যানে দেকার্ত বলেছেন—আমি একটি চিন্তাকারী বস্তু (thinking thing), যে সংশয় করে, উপলব্ধি করে, স্বীকার করে, অস্বীকার করে, ইচ্ছা করে, বর্জন করে, কল্পনা করে এবং অনুভব করে[3]। সংশয় করা, উপলব্ধি করা ইত্যাদি ক্রিয়াগুলি চিন্তনের বিভিন্ন প্রকার (mode)। এগুলি সবই চিন্তন ক্রিয়ার অধিকারী 'আমি'-র স্বরূপের অন্তর্ভুক্ত।

আসলে দেকার্ত 'চিন্তন' (Cogitate) শব্দটিকে অনেক ব্যাপক অর্থে প্রয়োগ করেছেন। চিন্তনই যদি ব্যক্তির বা আমি-র স্বরূপ হয় তাহলে ইচ্ছাকে কোথায় স্থান দেব। কাজেই ইচ্ছা, কল্পনা, উপলব্ধি ও অনুভূতি চিন্তনেই স্থান পায়। 'দর্শনের সূত্রাবলি'[4] গ্রন্থে দেকার্ত বলেছিলেন—চিন্তন শব্দের দ্বারা আমি বুঝি সেইসব কিছুকে যা আমাদের মধ্যে ঘটে, যার সম্পর্কে আমরা তৎক্ষণাৎ সচেতন, এবং তাই কেবলমাত্র উপলব্ধি (intelligere) নয়, ইচ্ছা করা (velle), কল্পনা করা (imaginari), এমনকি অনুভব করাও (sentire) হল চিন্তা করা (cognitare)। 'তৎক্ষণাৎ' শব্দটির ব্যবহার থেকে বোঝা যায় যে, চিন্তন এবং ওই ক্রিয়ার ফলের মধ্যে পার্থক্য আছে। যেমন, ঐচ্ছিক কর্ম চিন্তন না হলেও তা চিন্তন নির্ভর।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে 'Meditations' এবং 'Principles of Philosophy' উভয় গ্রন্থেই দেকার্ত ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করার পরেই কেবল দ্রব্য বিষয়ে আলোচনা করেছেন। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে 'আমি চিন্তা করছি' বলার সঙ্গে চিন্তাকারী দ্রব্যের প্রসঙ্গ এসে পড়ছে। কপোলস্টোন লিখছেন, "Whether right or wrong, he would not be in a position of assuming uncritically a doctrine of substance" (Vol. 4, P-106)।

1. "There is a repugnance in conceiving that what thinks does not exist at the very time when it thinks." The Principles of Philosophy, Descartes, translated by John Veitch, P-167.
2. অনুবাদ, লোকনাথ ভট্টাচার্য, পাতা 57।
3. "It is a thing that doubts, understands, affirms, denies, wills, refuses, imagines, and perceives" (Med II).
4. Principles of Philosophy, Descartes, translated by John Veitch, Everyman.

কিন্তু এই আমি কতক্ষণ আছি? দেকার্ত বলেন, যতক্ষণ আমি চিন্তা করি ততক্ষণ অবশ্যই। যদি কখনো চিন্তা কর্ম থেকে সম্পূর্ণ বিরত হই, তাহলে নিশ্চয়ই আমার অস্তিত্ব থাকবে না। দেকার্তের এই 'আমি' কিন্তু গুণের সমষ্টি নয়, আমি-র পরিচয় আধ্যাত্মিক অর্থাৎ চেতন গুণের মাধ্যমে। এটি দেহ-মনের সমন্বয়ে গঠিত মনুষ্যরূপী আমি নয়। জ্ঞানগত দিক থেকে এই চেতন আমি-র সন্দেহাতীত জ্ঞান সর্বপ্রথমে আসে।

■ দেকার্তের প্রাথমিক সূত্রটি কী অনুমানের ফল? ঃ

দেকার্তের সমসাময়িক কালে গাসসান্ডি (Pierre Gassendi) অভিযোগ করেছিলেন যে 'Cogito ergo sum' বাক্যের 'sum' হল ন্যায় অনুমানের সাহায্যে পাওয়া সিদ্ধান্ত, যেখানে 'Cogito' হল পক্ষ আশ্রয়বাক্য এবং সংক্ষেপিত বা উহ্য সাধ্য আশ্রয়বাক্য হল, যে কেউ চিন্তা করে সে আছে। একই অভিযোগ তুলেছিলেন ইমানুয়েল কান্ট 'ক্রিটিক অব পিয়ের রিজন' গ্রন্থে[1]। বিষয়টিকে কেন্দ্র করে বহু বিতর্ক রয়েছে—"Whether according to Descartes I infer or intuit my existence" (Copleston) এটাই বিবেচ্য।

গাসসান্ডির অভিযোগের উত্তরে দেকার্ত বলেছিলেন যে, ন্যায় অনুমানের সাহায্য নিয়ে এখানে চিন্তা থেকে অস্তিত্বকে অনুমান করা হয়নি, বরং মানস দৃষ্টির এক সরল ক্রিয়ার মাধ্যমে এমনভাবে এটা পাওয়া গেছে যে, একটি বস্তুকে তার নিজের সাহায্যেই জানা গেছে। যদি এটি ন্যায় যুক্তি হত তাহলে প্রধান আশ্রয়বাক্য হত, 'যে কেউ চিন্তা করে সে অস্তিত্ববান' যা পূর্বেই জানা থাকত। কিন্তু আসলে নিজের অভিজ্ঞতায় বিষয়টি ধরা পড়ে—যদি না একজন অস্তিত্ববান হয়, সে চিন্তা করতে পারে না। প্রকৃতি আমাদের এমনভাবে গড়েছেন যাতে বিশেষের জ্ঞানের মধ্যে থেকে সাধারণ বচনগুলি গড়ে ওঠে। দেকার্তের সময় থেকেই 'অনুমান নাকি' পক্ষে এবং বিপক্ষে বিস্তৃত আলোচনা হয়েছে। আমরা সংক্ষেপে দু-একটি বক্তব্য উপস্থিত করব।

'Principles of Philosophy' গ্রন্থে দেকার্ত বলেছিলেন, 'আমি অস্বীকার করিনি যে আমরা অবশ্যই সর্বপ্রথম জানব যে জ্ঞান কী, অস্তিত্ব কী, নিশ্চয়তা কী এবং চিন্তা করলে আমরা অবশ্যই অস্তিত্ববান হব, ইত্যাদি।' কিন্তু সমালোচক বার্মান (Burman)-কে দেকার্ত বলেছিলেন যে, 'যা কিছু চিন্তা করে তা অস্তিত্ববান' নামক প্রধান আশ্রয় বাক্যটির পূর্বগামিতা বক্তব্যের মধ্যে সুপ্ত আছে, প্রকাশ পায়নি। আমি কেবল নিজের চিন্তা করার অভিজ্ঞতার প্রতি মনোযোগ দিয়ে থাকি, সাধারণ বাক্যটির কথা ভাবি না। উভয়ের মধ্যে সহপরিবর্তনের (Conconitant) সম্পর্ক আছে এই অর্থে যে সামান্যের জ্ঞানটি স্বজ্ঞার মধ্যে সুপ্ত বলেই আবিষ্কৃত হয় অথবা স্বজ্ঞার দ্বারা অন্তর্মুখীনভাবে প্রতিপাদিত (intrinsically implied) হয়। এটাই কপোলস্টোনের ব্যাখ্যা।

আসলে সূত্রস্থিত 'ergo' শব্দটি সমস্যার সৃষ্টি করেছে। ব্যাখ্যাকার জাক্কো হিন্টিকা (Jaakko Hintikka) মনে করেন যে 'Cogito' শব্দটিও সেই বাক্যে বেমানান যা কেবলমাত্র Sum-এর স্বতঃপ্রামাণ্য চরিত্রের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মানকিত যুক্তিবিদ্যার সাহায্যে হিন্টিকা দেখিয়েছেন যে, Cogito অনুমান না হলেও অনুমানের চরিত্র বহন করে; বার্নার্ড উইলিয়ামস Cogito একটি অনুমান বলে দেখিয়েছেন, যদিও ন্যায় অনুমান নয়।[2]

ওই বিতর্কে প্রবেশ না করে আমরা লক্ষ করতে পারি যে—(a) দেকার্ত শুরু থেকেই অ্যারিস্টটলের ন্যায় অনুমানের বিরোধিতা করেছেন; (b) তিনি সামান্যের জ্ঞানের আগে বিশেষের জ্ঞান আসে এমন দাবি করেছেন; (c) দেকার্তের মতে, অস্তিত্ব কী, নিশ্চয়তা কী, জ্ঞান কী, বচন কী, চিন্তা করতে গেলে আমরা অবশ্যই অস্তিত্ববান হব—এগুলি সহজাত জ্ঞান।[3] কোনো কোনো লেখক 'ergo'-কে যৌক্তিক পরম্পরা নির্দেশক না বলে, কালিক পরম্পরা ঘোষক বলেছেন।

1. "My existence cannot, therefore, be regarded as an inference from the proposition 'I think', as Descartes sought to contend-for it would then have to be preceded by the major premiss 'Everything which thinks, exists'-but is identical with it" (Critique of Pure Reason, P-378, Kant, trans. N. K. Smith, MaCmillan & Co. Ltd.
2. Descartes, A Collection of Critical Essays, New York 1967.
3. Copleston, Vol 4, Notes, Chapter Three 12, Page 356.

■ দেকার্তের দর্শনে কজিটো সূত্রের তাৎপর্য ঃ

দেকার্তের দর্শনে কজিটো সূত্রটি কেন্দ্রীয় স্থানে অবস্থিত। এই সূত্রের কয়েকটি তাৎপর্য লক্ষ করা যেতে পারে।

প্রথমত, নরম্যান কেম্প স্মিথ[1] এই তত্ত্বের তিনটি দিকের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন—

(i) এই সূত্র সর্বপ্রথম এবং পূর্বের চেয়ে অনেক স্পষ্টভাবে, দেহ থেকে পৃথক আত্মার স্বরূপকে প্রকাশ করে।

(ii) এই তত্ত্ব প্রমাণ করে যে, জ্ঞানতত্ত্বের বিচারে ব্যক্তি তথা আত্মা হল প্রাথমিক, যদিও তত্ত্বগত দিক থেকে (Ontologically) ঈশ্বর হলেন সব কিছুর সূচনা বিন্দু।

(iii) এই সূত্র আত্মা বিষয়ক আমাদের স্বাভাবিক বিশ্বাসের বিশ্বাসযোগ্যতাকে প্রতিষ্ঠা করে।

দ্বিতীয়ত, S. K. Keeling[2] মনে করেন যে, কজিটো বচনের তিনটি উল্লেখযোগ্য গুরুত্ব রয়েছে—

(a) এই সূত্রটি স্পষ্ট ও বিবিক্ত, যার সন্ধানে দেকার্ত ব্রতী হয়েছিলেন। বিশেষ একটি দৃষ্টান্তে পাওয়া নিঃসন্দিগ্ধ প্রথম বাক্যের স্পষ্টতা ও বিবিক্ততাকে দেকার্ত সত্যবিচারের মানদণ্ড হিসেবে মেনেছেন।

(b) এই সূত্রটি একটি সত্যবাক্যের সন্ধান দেয় যা অস্তিবাচক, কারণ সংশয় কর্তার নিজের অস্তিত্বকে প্রতিষ্ঠা করে।

(c) এই সূত্র বাক্যটি এমনই অনন্য যে এটিকে না মেনে আমরা এর বিষয়ে বিবেচনা করতে পারি না।

তৃতীয়ত, এই সূত্রটি দেকার্তের সংশয়ীর ভূমিকার অবসান ঘটায়, অজ্ঞেয়বাদকে বাতিল করে এবং নিশ্চিত সত্য প্রতিষ্ঠা করে।

চতুর্থত, কজিটো সূত্রটি দেকার্তকে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য প্রয়োজনীয় ধারণাগুলিকে মনের মধ্য থেকে সংগ্রহের দিকে নিয়ে গেছে।

পঞ্চমত, এই সূত্রটি আধুনিক ভাবনাকে ব্যক্তির আত্মচেতনার ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছে।[3]

■ 'আমি চিন্তা করি সুতরাং আমি আছি'—এই আত্মোপলব্ধির সমালোচনা ঃ

দেকার্তের এই সংশয়াতীতভাবে সত্য অস্তিত্ববাচক প্রাথমিক বাক্যটির বিশ্লেষণ এবং পক্ষ-বিপক্ষ বিচার নানাভাবে করা হয়েছে এবং এখনও হয়ে চলেছে। আমরা সংক্ষেপে একালের কয়েকটি বিরুদ্ধ বিশ্লেষণের ইঙ্গিত গ্রহণ করব মাত্র।

(1) রাসেল মন্তব্য করেছেন যে, 'চিন্তা' (thought) শব্দটিকে ব্যাপক অর্থে প্রয়োগ করে দেকার্তের চূড়ান্ত আশ্রয় বাক্য (ultimate premiss) 'I think' গড়ে উঠেছে। রাসেল বলেন এখানে 'I' শব্দটি নিয়মবিরুদ্ধ, কেন-না, মনের সামনে আসা উপাত্তকে আমি জানি, স্থায়ী সত্তা হিসেবে 'আমি'-কে নয়। কাজেই বলা উচিত ছিল there are thoughts—কিন্তু ব্যাকরণের দিক থেকে 'I' সুবিধাজনক হলেও তা বর্তমান মানসিক উপাত্তের বর্ণনা দেয় না।[4]

(2) রাসেল আরও বলেন, দেকার্ত যখন দাবি করেন, 'আমি একটি বস্তু যে চিন্তা করে' (I am a thing which thinks), তখন বিনা সমালোচনায় মধ্যযুগীয় পণ্ডিতদের বক্তব্য মেনে নেন যে, চিন্তার জন্য প্রয়োজন চিন্তাকারীকে। তিনি কোথাও বিষয়টি প্রমাণ করেননি।[5] কপোলস্টোনের মন্তব্য হল যে, চিন্তা চিন্তাকারীকে দাবি করে বলার মধ্যে ভুল কিছু নেই, কিন্তু বিষয়টিকে সংশয়ের সামনে রাখতে হবে এমন দাবি দেকার্তের পদ্ধতির মধ্যে রয়েছে। কেনি প্রশ্ন তুলেছেন—"Has Descartes any right to make such

1. New Studies in Cartesian Philosophy-N. K. Smith.
2. Descartes–S. V. Keeling.
3. "... for in starting with consciousness or thought Descartes brought about a revolution in philosophy." Copleston, Vol. 4, P-157.
4. History of Western Philosophy, P-550, B.Russell.
5. Ibid.

an assumption about the substance in which these thoughts inhere"? (Descartes by A. Kenny, Page 62)।

(3) যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদী এয়ার 'The Problem of Knowledge' গ্রন্থে 'Cogito ergo sum' বাক্যটির তীব্র সমালোচনা করেছেন। এই যৌগিক বাক্যের দুটি অংশের কোনোটিই যৌক্তিকভাবে সত্য নয়। এয়ার বলেন, 'আমি সংশয় করি আমি চিন্তা করছি কিনা'—এই বাক্যটি স্ববিরোধী নয়, কেন-না এ সত্য হতে পারে। 'আমি চিন্তা করছি' এই বাক্যটি আবশ্যিকভাবে সত্য নয়, কারণ এক সময়ে চিন্তা করলেও অন্য সময়ে তা নাও হতে পারে। 'আমি অস্তিত্ববান' এই বাক্যটি অস্বীকার করা আমার পক্ষে অযৌক্তিক এবং মিথ্যা হতে পারে, কিন্তু আমি যে অস্তিত্ববান, এই ঘটনাটি আবশ্যিক নয়। কারণ একসময়ে আমার অস্তিত্ব ছিল না, আবার এক সময় আসবে যখন থাকব না।

(4) এয়ারের মতে, যৌক্তিকভাবে এতটুকুই সত্য যে, আমি অবশ্যই অস্তিত্ববান যদি আমি চিন্তা করি। বাক্যটির সংশয়াতীত হওয়ার পশ্চাতে একটি সুপ্ত শর্ত আছে—এর সত্যতা যিনি প্রকাশ করছেন তাঁর পক্ষ থেকে এই সত্যতা নিশ্চিত হয়। যে অর্থে আমি বাক্যটিকে অস্বীকার করতে পারি না যে 'আমি চিন্তা করছি', তা হল আমার সংশয় আবশ্যিকভাবে আমার চিন্তার সত্যতাকে প্রতিষ্ঠিত করে। এই একই অর্থে আমি আমার অস্তিত্বকে সংশয় করতে পারি না। কাজেই 'আমি চিন্তা করি' বাক্য থেকে 'আমি আছি' বাক্যকে অনুমান করার প্রয়োজন নেই, কারণ একই মানদণ্ডে স্বতন্ত্রভাবে 'আমি আছি' প্রতিষ্ঠিত হয়।[1] 'আমি আছি' হল 'আত্মসমর্থনকারী বাক্য' (self-confirmatory sentence)—এমন মত এয়ারের।

(5) আধুনিক সমালোচক জাকো হিন্টিকা মনে করেন যে, 'Cogito' সূত্রের মধ্যে দুটি ভিন্ন যুক্তি নিহিত আছে। প্রথমত, দেকার্ত একটি উপাত্তকে (Datum) ধরে নিয়েছেন যৌক্তিক সত্যের দৃষ্টান্ত হিসেবে। কেন-না, যদি একজন ব্যক্তি একটি গুণের অধিকারী হয় (চিন্তা করে), তাহলে সে অস্তিত্ববান। হিন্টিকার মতে, এদিক থেকে যুক্তিটি ভ্রান্ত, কেন-না হ্যামলেটের নানা চিন্তা ছিল বটে, কিন্তু সে অস্তিত্ববান ছিল না। দ্বিতীয়ত, যুক্তিটি নির্ভর করে 'আমি আছি' নামক বাক্যের 'অস্তিত্বগত আত্ম-যাচাইযোগ্যতার' (existential self-verifiability) ওপর। 'আমি আছি'—বক্তা যেইমাত্র এটি উচ্চারণ করেন তখনই তার অস্তিত্ব প্রমাণ হয়ে যায়।[2]